

আসুন, চাষা হই!

-জাহেদ আহমদ

anondomela@yahoo.com

আবুল কালামের ঠিকানা আমি হারিয়ে ফেলেছি। যা আজ ও হারাইনি তা হচ্ছে- তাঁর অকৃত্রিম মায়া ভুলানো চেহারাখানি আর প্রাণ উজাড় করে দেয়া হাসিটি। পঞ্চাশের মত বয়স তাঁর। সে প্রায় তিন বছর আগের কথা। সিক্ত্রথ এভ্যু -এর উপর বাঙ্গালী মালিকানাধীন একটা দোকানে তখন কাজ করতাম আমি। আবুল কালাম আমাদের দোকানের পাশের স্ট্রিটে রাস্তায় ফলের দোকান দিতেন। মাঝে মাঝে বাইরে এসে সিগারেট খাওয়ার সময় আমি তাঁর ওখানে গল্প করতে যেতাম। কখনো কখনো দু এক ডলারের ফল কিনতাম। সব সময় কিছু বাড়তি ফল ব্যাগে ঢুকিয়ে দিতেন। নিউইয়র্কের যেখানটাতেই যখনই বাঙ্গালী কোন ফল বিক্রেতা বা হট ডগ বিক্রেতার কাছ থেকে কিছু কিনেছি, তখনই টাকা দিতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। বেশীরভাগ বাঙ্গালীরা দেশীর কাছে থেকে টাকা নিতে চান না। "আরে ভাই রাখেন তো, দেশী দেখেই তো এসেছেন, নাকি?"- এই শুনতে হয় বেশীর ভাগ সময়। কেউ কেউ দাম নিলে ও কোক টা ফ্রি দিতে চান। অবশ্য বড় বড় বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের বেলায় এ কথা খাটে কি-না জানিনা। যেমন- হালাল গ্রোসারীর ব্যবসায়ীরা। ফিরে আসি আবুল কালামের কথায়।

প্রথাগত তেমন কোন ডিগ্রী নেই তাঁর। শিখেছেন যা, সবই জীবন থেকে। ছোটখাট আকৃতির মানুষটির সাথে কথা বলে আরেকটি ব্যাপারে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারি নি। নিজের ধর্মের বাইরে অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে ও ভদ্রলোকের জ্ঞান চমকে দেয়ার মত। তবে আমাদের মত তা দেখাবার বিন্দু মাত্র ও উৎসাহ নেই তাঁর। সম্ভবত সুবিধাবাদী শিক্ষিত মুসলমান না হওয়াতেই তিনি বিশ্বাস করেন- প্রতিটি ধর্ম থেকেই আমাদের কিছু না কিছু শিখার রয়েছে। একবার কথা হল ভাল মানুষ আর খারাপ মানুষ নিয়ে। আজ ও ম্যানহাটনের বাঙ্গালী ফল বিক্রেতা আবুল কালাম এর কথাগুলি কান ভরে শুনতে পাই। "বুঝলেন, মানুষই দেবতা আবার মানুষই শয়তান।", আমার দিকে তাকিয়ে বললেন আবুল কালাম। "কিন্তু শয়তান কে কিভাবে পরাস্ত করা যায়, সেটা বলুন", সংক্ষেপে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আরেকটু বেশী কিছু শোনার আশায় তখন আমি। কাজ হলো। শুরু করলেন আবুল কালাম।

"ধান ক্ষেত দেখেছেন? আপনি যখন ধানের চারা জমিতে লাগাবেন, তখন কখনোই আশা করতে পারেন না, আগাছা একেবারেই জন্মাবে না। ধানের চারার পাশাপাশি আগাছা জমিতে জন্মাবেই। আপনাকে যেটা করতে হবে- আগাছা গুলির সংখ্যা কমিয়ে দেয়া, যাতে ধানের ফলন বাঁধাগ্রস্ত না হয়। যেন আগাছার সংখ্যা ধানের চারার সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যেতে না পারে। ভাল ফলন পেতে আপনাকে সময় সময়ই আগাছা নিংড়ানোর কাজটি করতে হবে। মানুষের মন ও এক ধরনের ক্ষেতের জমি। ভাল চিন্তার পাশাপাশি খারাপ চিন্তা ও আমাদের মনে উদয় হবেই। এটি বন্ধ করার কোন উপায় নেই। আমার যা করতে পারি- সেগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা আর বেশী বেশী ভাল চিন্তা দ্বারা সেগুলিকে দমিয়ে রাখা।" আবুল কালাম থামলেন। "ছোট মুখে বেশী বলে ফেললাম না তো?", সরল হাসিভরা মুখে আমায় প্রশ্নটি করলেন আবুল কালাম।

আমি কিছু বলতে পারলাম না। আবুল কালামের মায়াবী চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষন। সেদিন মনে হয়েছিল- ও চোখ দুটি ম্যানহাটনের সাধারণ এক বাঙ্গালী ফল বিক্রেতা আবুল কালামের

নয়। ও চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছেন সফ্রেটিস-প্লেটো -এরিস্টটল থেকে শুরু করে পৃথিবীর সকল জ্ঞানীজন ও মহাপুরুষেরা। যেন বলতে চাইছেন- কখন ও ডিগ্রী দিয়ে মানুষের মহানুভবতা যাচাই করতে যাস নে। সবার কাছ থেকেই আমাদের কিছু না কিছু শেখার আছে।

(সমাপ্ত)

দং আইন্যাদ্র

২৩ এপ্রিল ২০০৫